দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি মিছিল

বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে শান্তি মিছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের নেতৃত্বে দুটি বিভাগের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা মিছিল করে এগিয়ে যাচ্ছেন। এমন একটা ছবি দেখতে পেয়েও আমরা আশান্বিত। সে অতটা যে, মিছিলের উপলক্ষ নিয়ে ভাবতেও ইচ্ছে করে না। এর কারণ একটাই, আমরা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনকে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি–সুষমার অঙ্গন হিসাবে দেখারই পক্ষপাতী। শিক্ষার পবিত্র অঙ্গন থেকে সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে, এটাই সব মানুষের প্রত্যাশা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অতসব বিভাগ থাকতে দুটি মাত্র বিভাগের শান্তি মিছিলের খবর জনমনে প্রশ্ন জাগাতে পারে। এর পটভূমির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ তাই প্রয়োজন। সম্প্রতি এ দুটি বিভাগের শিক্ষক–শিক্ষার্থী মিলিয়ে এক দুর্ভাগ্যজনক এবং অশান্ত বা হিংসাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। লজ্জাজনক এ অধ্যায় চাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে ভিসি'র নেতৃত্বে মিছিলের আয়োজন। এভাবে নিজেদের মধ্যকার ভুল–বোঝাবুঝি মিটিয়ে ফেলার উদ্যোগ প্রশংসনীয়। লজ্জা কিংবা কলঙ্ক যদি কিছু থাকে তাও অপনোদনের এটাই সর্বোত্তম পন্থা। শান্তি মিছিলকে স্বাগত জানিয়ে আমরা তাই এর সাফল্য কামনা করি।

দুটি বিভাগের মধ্যকার উত্তেজনা এবং তা মেটানোর লক্ষ্যে আয়োজিত শান্তি মিছিল আমাদের আরো কিছু কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আন্তঃবিভাগীয় উত্তেজনা বা বিরোধই তো বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে অশান্তির সব কিংবা মূল কারণ নয়। অশান্তির মূল কারণগুলোর নিরসনে উদ্যোগী না হলে শান্তি মিছিলের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে কি? স্বল্প বিরতির পরে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আবার গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সন্ত্রাস ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। একে অব্যাহত রেখে দুই বিভাগের মৈত্রী কতটা শান্তি এনে দিতে পারবে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আর শিক্ষার্থী সকলকেই এ কথাগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে আইন–শৃংখলা কর্তৃপক্ষের পা রাখাই এক সময় চরম অপমান বলে গণ্য হত। এখন সর্বক্ষণ পুলিশ–বিডিআর–এর শাসন মাথায় ঝুলন্ত দেখার ব্যাপারটা আজকের শিক্ষক আর শিক্ষার্থীরা কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন? পরিস্থিতিসৃষ্ট বাধ্যবাধকতা বলে একে মেনে নিতে হলেও অমর্যাদার জ্বালা তাতে হ্রাস পেতে পারে না। স্ব–শাসনে তৃপ্ত এবং শান্ত থাকার কি কোনোই উপায় নেই? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা যদি একটি বিরোধের নিষ্পত্তি নিজেরা করতে পারেন, অন্য বিরোধের নিষ্পত্তি তাদের দ্বারা সম্ভব নয়, এমন কথা আমরা মানতে রাজী নই। আমরা বিশ্বাস করি জোর উদ্যোগ নিলে তাঁরা এখনো বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনকে শান্তির আদর্শ নিবাসে পরিণত করতে পারেন। আর গোটা জাতি তাই দেখতে চায়।

উপসংহারে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক–শিক্ষার্থী আর কর্মকর্তাদের কাছে আবেদন রাখতে চাই, শান্তি মিছিল একটি সীমিত ক্ষেত্রে যে আশাবাদের জন্ম দিয়েছে তাকে সম্প্রসারিত করায় উদ্যোগী হোন। তেমন একটি উদ্যোগই কেবল স্থায়ী শান্তিসহ শিক্ষাঙ্গনের হারানো মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পারে—পারে গোটা জাতির প্রত্যাশাকে বাস্তব রূপ দিতে। এ দায়িত্ব তাই পরিহারের উপায় নেই।